GOD AND THE UNIVERSE: RELIGIOUS AND SCIENTIFIC APPROACHES

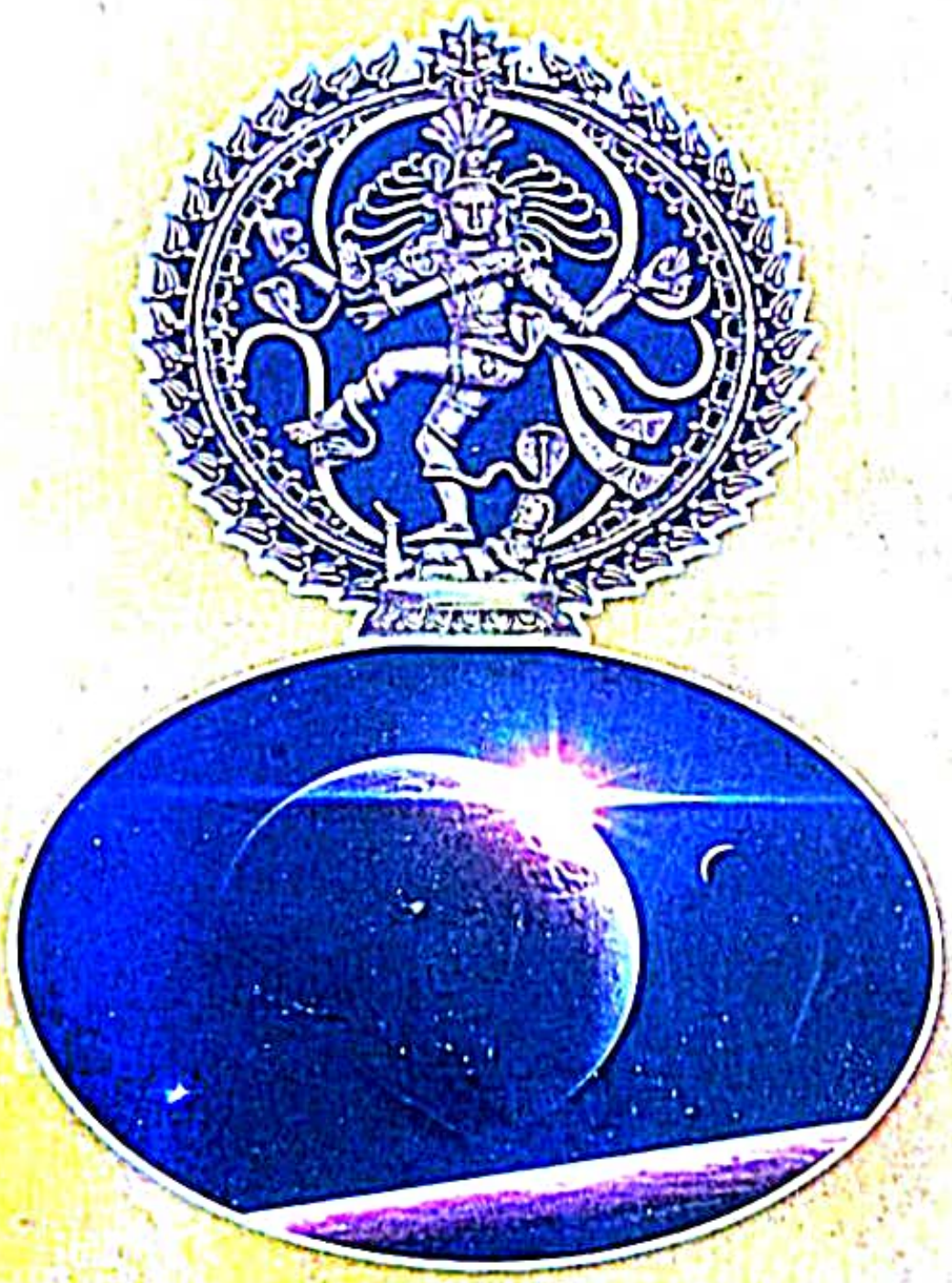

Edited by

Dr. Manoranjan Das

GOD AND THE UNIVERSE : RELIGIOUS AND SCIENTIFIC APPROACHES

(Collection of Papers from the UGC Sponsored National Seminar)

Edited By
Dr. Manoranjan Das

MAHA BODHI BOOK AGENCY
4A, Bankim Chatterjee Street
Kolkata - 700 073, INDIA
2017

GOD AND THE UNIVERSE : RELIGIOUS AND SCIENTIFIC APPROACHES

Edited By

Dr. Manoranjan Das

All rights reserved, including those of translations into other languages. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recorded or otherwise without the written permission of the publisher.

© Principal, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

First Published : Dolpurnima, 2018

Published by :
D.L.S. JAYAWARDANA
MAHA BODHI BOOK AGENCY
4-A, Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700 073 (India)
Phone : 9831077368
Email : mahabodhibookagency@hotmail.com

Printed by :
Sagarika Press, Kolkata-700 009

ISBN : 978-93-84721-73-2 Price : ₹ 500.00

न्यायवैशेषिकमते जगत् तथा ईश्वरः
डॉ मनोरञ्जनदासः 111-116

योगदर्शने ईस्वरचिन्तनम्
ड. नरनारायण दाशः 117-121

ब्रह्म एव ब्रह्माण्डम्
डॉ अरविन्दमहापात्रः 122-126

शब्दब्रह्मस्वरूपम्
डॉ विश्वेश्वरपाणिग्राही 127-133

वेदान्तिनां ब्रह्मविवेकः
डॉ लक्ष्मीकान्तपडङ्गी 134-137

ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वसिद्धौ प्रमाणोपस्थापनम्
सुरजित् मण्डलः 138-140

ঈশ্বর ও জগৎ
অধ্যাপক তপন কুমার চক্রবর্তী 141-154

ঈশ্বর ভাবনার বিজ্ঞান ভাষ্য
প্রশান্ত প্রামাণিক 155-179

জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ : বেদান্তের দৃষ্টিতে
অরবিন্দ পাল 180-188

বিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব
ডঃ বিধান চন্দ্র সামন্ত ও ডঃ তিথি মাইতি 189-194

'ক্রিয়াযোগ' : এক অনন্য ঈশ্বরানুভব
ভরত মালাকার 195-206

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ঈশ্বর : ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট
জ্যোতি মিত্র 207-219

গান্ধীজীর দর্শনে ঈশ্বর
তানিয়া ভট্টাচার্য্য 220-225

রবীন্দ্রভাবনায় ব্রহ্মতত্ত্বসাধনা—একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
উৎপলকান্তি মুখার্জী 226-236

উপনিষদের দৃষ্টিতে পরব্রহ্মের স্বরূপ
অমৃত দাশ 237-241

ঈশ্বরোপলব্ধি
সুতপা গিরি 242-248

বিশ্ববিধাতা রূপে ঈশ্বর
জগৎজ্যোতি পাত্র 249-251

উপনিষদের দৃষ্টিতে পরব্রহ্মের স্বরূপ

অমৃত দাশ

এই মহাজাগতিক ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই জগতে সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রিত। জীবকুল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু পারে না প্রকৃতিকে। প্রকৃতিও নিজের খেয়ালে চলে। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বিদ্যুৎ পতিত হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন শক্তিই আজ পর্যন্ত পারেনি এদের নিয়ন্ত্রণ করতে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—"তুমি নিমিত্তমাত্র সবকিছুই আগে থেকে নির্দিষ্ট করা আছে।" তুমি সাধারণ চোখে দেখতে পাবে না।

সমস্ত বর্ণ, ধর্ম ও জাতি এক শক্তির বিশ্বাস করেন—'একেশ্বর বা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যক্তিগণ এই শক্তির কাছে পরাভূত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় বিভিন্নভাবে শক্তি কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় তার ভজন করছেন প্রতিনিয়ত। প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্যে এক কিন্তু পথ আলাদা। নিয়ম করে সবাই তার স্তুতি করছেন মুক্তি লাভের জন্য তাই উপনিষদে বলা হয়েছে 'একমেব দ্বিতীয়ম' তিনি এক এবং অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ, তিনি পীর, তিনি God।

যেমন—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন—অপরকে ভালোবাসলে অর্থাৎ অপর ধর্মকে ভালোবাসলে নিজের ধর্মকে ভালোবাসতে পারবে। তাই তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করার কথা বলেছেন কারণ যীশুখ্রীষ্ট অবতাররূপে এই জগতে এসেছিলেন।

এই জগতে কি বিচিত্র পর্ণকুটিরে যেমন তাঁর আরাধনা হয় তেমনি ধনীর অট্টলিকায় ও পূজিত, হন, আবার সমস্ত জাতির মধ্যে পূজিত হন। ধনী, দরিদ্র, মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সবার কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন রঙে উৎসবের মাধ্যমে তাঁর বন্দনা করেন। কারণ এরা সবাই এই শক্তির কাছে পরাভূত।

পূজিলে তোমারে নাকি সর্বদুঃখে যায়।

যে পূজে সেওত তুমি; যে না পূজে সেও।
তুমি রাজা তুমি প্রজা একই নাটক কর ভিন্ন ভিন্ন সাজে।

(পণ্ডিত প্রবরজগদীশেশ দাশ)

উপনিষদে ঈশ্বর :

জগতে সমস্ত জীব ও জড়ের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। এই তত্ত্ব আমরা উপনিষদে পাই। যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজের আত্মাকে বিশ্ব চরাচরের যাবতীয় বস্তুকে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ 'আমি জগৎ'। তিনি শোক ও মোহগ্রস্ত হন না। 'একমেব দ্বিতীয়ম' ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। বস্তুত ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, নিত্য, বিভু, অমর, চৈতন্য স্বরূপ বলে সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান। তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চকের কার আবার তিনিই কার্য। চরাচর বিশ্বে তিনিই সবচেয়ে গতিশীল। তিনি আকাশের মত ব্যাপক বলে মনের পূর্বেই বিদ্যমান থাকায় মনের গমনের পূর্বেই গমন করেন। সর্বত্র বিরাজমান বলে আত্মার অস্তিত্বে অন্তরীক্ষ গমনকারী দেবতা বায়ু বা হিরণ্যগর্ভে সকলেই আপন আপন কর্ম সম্পাদন করে। বায়ু প্রাণীকুলে প্রাণ ধারণকালে অগ্নি জ্বলন ও দহন কর্ম পালন করে, সূর্য জগৎ প্রকাশ করে, মেঘবর্ষনাদি করেন এভাবে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও বিভাজিত। তিনি তাছাড়া সবাই ক্রিয়াহীন, শক্তিহীন, অস্তিত্বহীন, তিনি সকলের মধ্যে দায়িত্বভাগ করে দিয়ে বিশ্বসংসার পরিচালনা করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—আমি সর্বভূতের বীজ, আমাকে ছাড়া থাকতে পারে এমন কিছু জগতে চরাচরে নেই—

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ (গীতা ১৩/৩৯)

সমগ্র জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত। তাই বিশ্বে সর্বত্র তার অস্তিত্ব অনুভব যোগ্য। যেমন কোন একটি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তু সমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না লুপ্ত থাকে বস্ত্র সত্ত্বা অনুভূত হয়। সেরূপ পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত জগতে গমনশীল ধর্মহেতু এখানে স্থিত সমস্ত বস্তু চঞ্চল হয় বলে ব্রহ্ম ছাড়া সবকিছুই চঞ্চল স্বভাবে। চঞ্চল বস্তু তত্ত্ব ধারণ করতে পারে না। 'চন্দন কাষ্ঠবৎ' অর্থাৎ চন্দন কাষ্ঠ জলযুক্ত থাকলে দুর্গন্ধ হয় কিন্তু ঘর্ষণের দ্বারা তা দূরীভূত হয়ে সুগন্ধ হয়। তিনি আত্মদর্শী তিনি নিজের মধ্যে সমগ্র জগৎকে উপলব্ধি করেন। যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই আত্মদর্শী, তাই ঋষি

বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'জীব সেবাই শিবসেবা'। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বর্তমান থাকেন। এই জীবজগতের ধর্ম ও কর্মের, স্বরূপ তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন যথা—কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, মানুষ প্রত্যেকের গঠন, কর্ম, ধর্ম স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন তাহলে হত না। সবাই মানুষ বা গরু, ছাগল হয়ে যেত ফলে সমাজে ভারসাম্য থাকত না।

দৃশ্য-শ্রব্য, বুদ্ধিগম্য জড়-চেতনময় প্রত্যক্ষ জগতের কারণ হলেন পরমাত্মা। সৃষ্টির আদিতে ওই পরমপুরুষ পরমাত্মা বিচার করেছিলেন যে আমি প্রাণীগণের কর্মফল ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচনা করব। এরূপ সিদ্ধান্ত করে পরমেশ্বর অম্ভ, মরীচি, মর এবং জল এই লোকগুলির রচনা করলেন।

অম্ভ : স্বর্গলোকের উপরে মহঃ, জন, তপঃ এবং মর্ত্যলোক আছে সেগুলি এবং তাদের আধার দ্যুলোকে—এই পাঁচলোককে এখানে 'অম্ভ' বলা হয়েছে।

মরীচি : দ্যুলোকের নীচে যে অন্তরীক্ষলোক যাতে সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণের কিরণময় লোক বিশেষ তার বর্ণনা এখানে 'মরীচি' নামে করা হয়েছে।

মর : মরীচির নীচে যে এই পৃথ্বীলোক যাকে মৃত্যু লোকও বলে তা (মর্ত্যলোক) 'মর' নামে কথিত।

জল : পৃথ্বীর ভিতরে যে পাতালাদি লোক তা 'অপঃ' নামে কথিত।

জগতে যত লোক সবই পরমাত্মার রচনা করেছেন। এই সমস্ত লোক রচনা করার পর পরমেশ্বর পুনরায় বিচার করলেন, যে, এইসব লোকের রক্ষক লোকপাল রচনাও অবশ্যই করতে হবে। রক্ষক বিনা এই সমস্ত লোক সুরক্ষিত থাকবে না। একথা ভেবে তিনি জল থেকে অর্থাৎ জল আদি সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে হিরণ্ময় পুরুষকে সৃষ্টি করে তাঁকে সমস্ত অঙ্গ উপাঙ্গযুক্ত করে মূর্তিমান করলেন। এখানে পুরুষ শব্দে সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম প্রকটিত ব্রহ্মার বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা ব্রহ্মা থেকেই সমস্ত লোকপালের এবং প্রজাবর্ধক প্রজাপতিগণের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রহ্মার উৎপত্তি জল মধ্যস্থ কমলনাল থেকে হয়েছে, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব এখানে 'পুরুষ' শব্দে ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে মনে হয়।

এইভাবে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে উৎপন্ন করে তার অঙ্গ উপাঙ্গ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে যখন পরমাত্মা সংকল্পরূপ তপ করলেন তখনই এই তপের ফল হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সর্বপ্রথম ভিত্তে মাথা ভেদে মুখছিদ্র বেরিয়ে এল। মুখ

থেকে বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বাগিন্দ্রিয় থেকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি উৎপন্ন হয়। পুনঃ নাসিকার দুটি ছিদ্র হল তার থেকে প্রাণ বায়ুর উৎপত্তি এবং প্রাণ থেকে বায়ু দেবতা উৎপন্ন। এখানে প্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথক দেবতা বর্ণনা করা হয় নি। অতএব প্রাণেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতা অশ্বিনী কুমার ও নাসিকা থেকে উৎপন্ন হয় এইরূপ বুঝতে হবে। পুনঃ চক্ষুর দুটি ছিদ্র প্রকট হয়। তা থেকে নেত্রেন্দ্রিয় এবং নেত্রেন্দ্রিয় তদ্দেবতা সূর্যের উৎপত্তি হয়। পুনঃ কর্ণের দুটি ছিদ্র বেরিয়ে এল। তা থেকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রকট হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় থেকে তদ্দেবতা দিশা সমূহের উৎপত্তি হয়। এরপর ত্বক্ (চর্ম) প্রকট হয়। ত্বগিন্দ্রিয় থেকে লোমের হয়। লোম থেকে ওষধি ও বনস্পতির উৎপত্তি হয়। পুনঃ হৃদয় প্রকট হয়। হৃদয় থেকে মন এবং থেকে তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রমায় উৎপত্তি হয়। তারপর নাভির উৎপত্তি হয়। নাভি থেকে অপানবায়ু এবং অপানবায়ু থেকে হয় গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যু দেবতার উৎপত্তি। এখানে অপানবায়ু মল ত্যাগে হেতু হওয়ার জন্য সেটির উৎস নাভি হওয়ায় মুখ্য রূপে নাভির উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু অপানের অধিষ্ঠাতা নয়। মৃত্যু তো গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। এরপর লিঙ্গের উৎপত্তি দ্বারা উপস্থেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। এটাই বোধ্য।

সমগ্র জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত। তাই বিশ্বে সর্বত্র তার অস্তিত্ব অনুভব যোগ্য। যেমন কোন একটি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তু সমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না লুপ্ত থাকে বস্ত্র সত্ত্বা অনুভূত হয়। সেরূপ পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত জগতে গমনশীল ধর্মহেতু এখানে স্থিত সমস্ত বস্তু চঞ্চল হয় বলে ব্রহ্ম ছাড়া সবকিছুই চঞ্চল স্বভাবে। চঞ্চল বিনাশশীল বস্তু তত্ত্ব ধারণ করতে পারে না। 'চন্দন কাষ্ঠবৎ' অর্থাৎ চন্দন কাষ্ঠ জলযুক্ত থাকলে দুর্গন্ধ হয় কিন্তু ঘর্ষণের দ্বারা তা দূরীভূত হয়ে সুগন্ধ হয়। যিনি আত্মদর্শী তিনি নিজের মধ্যে সমগ্র জগৎকে উপলব্ধি করেন। যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই আত্মদর্শী তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'জীব সেবাই শিবসেবা'। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বর্তমান থাকেন। এই জীবজগতের ধর্ম ও কর্মের, স্বরূপ তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন যথা—কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, মানুষ প্রত্যেকের গঠন, কর্ম, ধর্ম স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন তাহলে হত না। সবাই মানুষ বা গরু, ছাগল হয়ে যেত ফলে সমাজে ভারসাম্য থাকত না।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরব্রহ্মই জীব জগতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। যেমন [redacted] থেকে এবং কারণেই বিলীন হয়ে

যায়। সেরূপ জীবজগৎ পরব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয় পরব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়। ব্রহ্ম 'সচ্চিদানন্দ' অর্থাৎ ব্রহ্মসৎ, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দময়। যা অনাদি অনন্ত ও বিনাশ হীন তা হল সৎ। জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হলেও তাদের পারমার্থিক সত্তা নেই। যথা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্পের জ্ঞান থাকে না—তা যেমন মিথ্যা বলে পর্যবসিত হয় সেরূপ পরমাত্মায় একাভূত হলে জীব জগতের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

উপনিষদ জীবজগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করে বলে জনসাধাণের নিকট উগনিষদগুলি নৈরাশ্যবাদের প্রতীক। কিন্তু বিচার করে দেখলে উপনিষদগুলিকে আশাবাদের প্রতীক বলে মনে হবে। কারণ ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ বলা হয়েছে। সেই আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তি। অতএব জাগতিক সমস্ত বস্তুই আনন্দময়। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি', 'সো হ হম', 'অহংব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মাব্রহ্ম' এই সমস্ত মহাকাব্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখানো হয়েছে। এই সমস্ত উপনিষদীয় মহাকাব্যের তাৎপর্য হল জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সম্পাদন। সুতরাং প্রতিজীব স্বরূপতঃ আত্মা বা ব্রহ্ম। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পারমার্থিক দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তিনিই ঈশ্বর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস—গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব জ্যোতিবির্দ সঙ্ঘ
২। ঈশোপনিষদ—যদুপতি ত্রিপাঠী, বি.এন. পাবলিকেশন।
৩। উপনিষদ—হরিকৃষ্ণদাস গোয়েঙ্কা, গীতাপ্রেস।